মাদরাসাগুলোতে 'হিদায়াতুন নাহব' জামাতে কুফর ও গুনাহ বিষয়ে পাঠযোগ্য পুস্তক

اِتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ

# কীভাবে হব আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ গোলাম?

**মূল**
**মুফতি আবদুশ শাকুর কাসেমি (রাহিমাহুল্লাহ)**
পাকিস্তান

**অনুবাদ ও সংযুক্তি**
**মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ (আফাল্লাহু আনহু)**
শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক
মাহাদুশ শায়খ ফুআদ লিদ্দিরাসাতিল ইসলামিয়া ঢাকা

প্রকাশনায়
**রাহনুমা প্রকাশনী™**

# সূচিপত্র

## প্রারম্ভিকা


সত্যায়ন : হজরত মাওলানা ডক্টর মুফতি নিজাম উদ্দিন শামযায়ি (রাহিমাহুল্লাহ) ........ ১৩
সত্যায়ন : হজরত মাওলানা শাইখ মুফতি হাবিবুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) ........ ১৫
সত্যায়ন : মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান (হাফিজাহুল্লাহ) ........ ১৭
সত্যায়ন : মাওলানা মুফতি আবু বকর সাইদুর রহমান (হাফিজাহুল্লাহ) ........ ১৯
অবতরণিকা : লেখক মুফতি আবু উমর আবদুশ শাকুর কাসেমি (রাহিমাহুল্লাহ) ........ ২৩
অনুবাদকের নিবেদন ........ ২৪


## প্রথম অধ্যায়


ঈমান সবার আগে ........ ৩৩
ইসলাম ও ঈমান ........ ৪২
ঈমানের হাকিকত ........ ৪৪
ঈমানের পূর্ণাঙ্গ রূপ ........ ৪৮
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ........ ৪৮
ঈমান ও ইসলামের পারস্পরিক আবশ্যকতা ........ ৫০
কুফরের সংজ্ঞা ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ........ ৫১
শিরকের সংজ্ঞা এবং সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ........ ৫৭

শিরকের কয়েকটি প্রকার ........................................................ ৬০
১. সত্তার ক্ষেত্রে শিরক ........................................................ ৬০
২. গুণাবলির ক্ষেত্রে শিরক........................................................ ৬০
মুরতাদের সংজ্ঞা ও হুকুম ........................................................ ৬৫
জিন্দিকের সংজ্ঞা ও হুকুম ........................................................ ৬৮
মুরতাদ বিষয়ক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তার হুকুম ........................... ৭২

### দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈমানের ৭৭ শাখা ও সেগুলোর বিধান ....................................... ৮৮

## তৃতীয় অধ্যায়

ঈমান ভঙ্গের কারণ ........................................................ ১১৯
ঈমানের অপরিহার্য দাবি ও শর্তসমূহ ........................................ ১২২
কুফর অপরিহার্যকারী প্রধান তিন কারণ ..................................... ১২৩
ঈমান ভঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ ১০টি কারণ ......................................... ১২৪
বিশেষ দ্রষ্টব্য ........................................................ ১২৫
মাদরাসার ছাত্রদের জন্য (বিষয় : তাকফির) .............................. ১২৭
সতর্কীকরণ! ........................................................ ১৩১
১. ঈমান ও ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সকল উক্তির কারণে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় ........................................................ ১৩২
২. আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণাবললির সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সকল উক্তির কারণে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় ...................................... ১৩৯
৩. নবিগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সকল উক্তির কারণে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় ........................................................ ১৫৬
৪. সাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু আনহুমের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সকল উক্তির কারণে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় ...................................... ১৬৪

৫. ফেরেশতাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সকল উক্তির কারণে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় ........................................................ ১৬৬
৬. কুরআন পাকের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সকল উক্তির কারণে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় ........................................................ ১৬৮
৭. নামাজ, রোজা ও জাকাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সকল উক্তির কারণে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় ............................................ ১৭১
৮. ইলম ও আলেমদের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সকল উক্তির কারণে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় ........................................................ ১৮১
৯. হালাল-হারাম এবং ফাসেক-ফাজের প্রমুখের কথার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সকল উক্তির কারণে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় ........... ১৮৬
১০. কেয়ামতের দিন এবং কেয়ামত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সকল উক্তির কারণে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়.......... ১৯৩
১১. কুফর ও ইরতিদাদ ইত্যাদির আদেশ করার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সকল উক্তির কারণে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় ..................... ১৯৭
কুফর ও ইরতিদাদ থেকে তওবার পদ্ধতি .............................. ২১৮

## চতুর্থ অধ্যায়

বিদআতের বিবরণ ........................................................ ২২১
কিছু বিদআত নিম্নরূপ ........................................................ ২২১
কবিরা-গুনাহসমূহের বিবরণ ................................................ ২২৫
অন্তরের কবিরা-গুনাহসমূহ................................................. ২২৬
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কবিরা-গুনাহসমূহ............................................ ২৩৪
কতিপয় সগিরা-গুনাহ ........................................................ ২৮৫

## পঞ্চম অধ্যায়

গুনাহের কারণে দুনিয়ার ক্ষতি ............................................. ২৯৩
নেক আমেলের কারণে দুনিয়ার লাভ ..................................... ২৯৫
গুনাহ থেকে তওবা করার পদ্ধতি .......................................... ২৯৭
তওবার নামাজের বিবরণ ..................................................... ৩০১
তওবা ও ইস্তিগফারের ফজিলত............................................ ৩০৩
তওবা কবুল হওয়ার লক্ষণ .................................................. ৩০৫
উপসংহার ....................................................................... ৩০৬

তাগুতের সংজ্ঞা ................................................................ ৩০৯
জিহাদ বিষয়ক কিছু বিভ্রান্তি ................................................. ৩১৩
অনুবাদক ও সংযোজকের জীবনকথা ..................................... ৩১৮

# অবতরণিকা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد،

ঈমান আল্লাহ তায়ালার একটি মহা অনুগ্রহ। ঈমানের ভিত্তিতেই মুমিনের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সকল ঘাঁটি সহজ করে দেওয়া হয় এবং পরিশেষে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। জান্নাত হল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের স্থান।

কোনো ব্যক্তির ঈমান সরিষার দানা পরিমাণ সামান্য হলেও, সে নিজের গুনাহসমূহের শাস্তি ভোগ করার পর একদিন না একদিন অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির নিকট ঈমানের সম্পদ থাকবে না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে কোনোদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কারণ, আখেরাতে নাজাতের জন্য ঈমান শর্ত। তাই মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারা যেন ঈমান নামক মহান সম্পদ সংরক্ষণ করে এবং নিজেদের উক্তি ও কর্মের ব্যাপারে সতর্ক ও সংযত থাকে।

বর্তমানে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন অনেক সীমালংঘনের শিকার। আমাদের মুখ নিয়ন্ত্রিত থাকে না। আমরা নিজেদের আকিদা ও চিন্তা চেতনার চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি না। আমল ও কর্মের ব্যাপারে সতর্ক থাকার বিষয়েও আমরা অভ্যস্ত নই। ফলে এমন অনেক কথা আমাদের মুখ থেকে বের হয়ে যায়, যেগুলোকে আমরা দৃশ্যত একেবারে হালকা ও মামুলি মনে করি। অথচ ওই উক্তিগুলো আমাদেরকে কুফরের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

অনুরূপভাবে এমন অনেক কর্ম ও কাজ আমাদের থেকে প্রকাশ পেতে থাকে, যেগুলোকে আমরা নিতান্ত মামুলি মনে করি। অথচ সেগুলো আমাদের ঈমান ও আখেরাত ধ্বংস হওয়ার কারণ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রক্ষা করুন।

অধম যখন এ বিষয়ে আলোচনার ধারাবাহিকতা শুরু করেছে এবং কুফর আবশ্যককারী উক্তিগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে, তখন কতক বন্ধু আগ্রহ প্রকাশ করেছে, এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা তৈরি হয়ে যাক। তাহলে বেশির থেকে বেশি মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে।

তখন অধম সম্মান ও মর্যাদার প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও কৃপায়, *ফাতাওয়ায়ে আলমগিরির* হাওয়ালাসহ *মাযাহিরে হক জাদিদ* (তৃতীয় খণ্ড), *তাফসিরে উসমানি, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল* (প্রথম খণ্ড) এবং *শিরক কি হাকিকত* কিতাবগুলো সামনে রেখে এ পুস্তিকা তৈরি করেছে। তৈরি সমাপ্ত হওয়ার পর কয়েকজন বিদগ্ধ আলেম ও মহান মুফতি ছাহেবের নিকট সত্যায়ন ও মতামত প্রদানের জন্য পেশ করেছে। তারা হলেন—

১. মাওলানা মুফতি ডক্টর নিজাম উদ্দিন শামযায়ি, দারুল ইফতা, বিন্নুরি টাউন, করাচি।

২. মাওলানা শাইখ মুফতি হাবিবুল্লাহ, দারুল ইফতা, জামিয়া ইসলামিয়া ক্লিফটন, করাচি।

৩. মাওলানা মুফতি আবদুল মান্নান, দারুল ইফতা, দারুল উলুম করাচি।

৪. মাওলানা মুফতি আবু বকর সাইদুর রহমান, দারুল ইফতা, বিন্নুরি টাউন, করাচি।

এ সকল মনীষী পুস্তিকাটির পাণ্ডুলিপি পাঠ করার পর কিছু কিছু স্থানে পরিমার্জন ও সংযোজনের পরামর্শ দিয়েছেন এবং

সত্যায়নস্বরূপ নিজেদের মূল্যবান মতামত লিখিত আকারে ব্যক্ত করেছেন। অধম তাঁদের পরামর্শ অনুসারে পরিমার্জন ও সংযোজন করে পুস্তিকাটির শুরুতে তাঁদের মতামতগুলো উল্লেখ করেছে।

কুফর আবশ্যককারী শব্দগুলোর কিছু কিছু উক্তি সর্বজন-বোধগম্য ছিল না। অধম সেখানে বন্ধনীর ভেতরে ব্যাখ্যা করে দিয়েছে, যেন একজন সাধারণ পাঠকেরও তা বোঝার মধ্যে কোনো জটিলতা না থাকে। তারপর পরিশিষ্ট আকারে উদ্ধৃতিসহ কবিরা ও সগিরা-গুনাহের বিবরণও সংক্ষিপ্ত আকারে যুক্ত করে দিয়েছে। এগুলো আল্লামা ইবনে হাজার মাক্কি হাইতামি রাহিমাহুল্লাহ (৯০৯-৯৭৪হি.) রচিত *আয-যাওয়াজিরু আনিক তিরাফিল কাবায়িরি*-এর উর্দু অনুবাদ *কবিরা গুনাহ* নামক পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত। কতক স্থানে কিছু গুনাহের পুনরাবৃত্তি ছিল। আমি সেগুলো উল্লেখ করিনি।

এ পুস্তিকা তৈরি করার ক্ষেত্রে আমার অবস্থান একজন সংকলকের চেয়ে বেশি নয়। আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করছি, তিনি যেন পুস্তিকাটিকে কবুল করে এর উপকারিতা ব্যাপক করেন। আমার এবং আমার পিতামাতা ও উস্তাদগণের (এবং বাংলা-অনুবাদকের) মাগফিরাতের অসিলা এবং আখেরাতের সম্পদ বানান। যে সকল আন্তরিক বন্ধু সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁদের এবং তাঁদের মৃত ব্যক্তিবর্গের মাগফিরাত ও আখেরাতের সঞ্চয়ের উসিলাও বানান। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

আহকার
আবু উমর আবদুশ শাকুর কাসেমি

# অনুবাদকের নিবেদন

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله، وعلَى آلِه وصَحْبه وتابِعِيهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين. وبعد،

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—'আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।' (সুরা আয-যারিয়াত, আয়াত নং ৫৬) অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন— 'এবং নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাকো তোমার নিকট নিশ্চিত বিষয় (তথা মৃত্যু) আসা পর্যন্ত।' (সুরা আল-হিজর, আয়াত নং ৯৯) এ পুস্তিকার টীকায় অধম অনুবাদক এক স্থানে লিখেছি—

ইসলামের প্রতিটি বিধান মানুষেরই কল্যাণে। আমাদের কোনো ইবাদত পাওয়ার আল্লাহ তায়ালার কোনো প্রয়োজন নেই। সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষ যদি আবু জাহল ও আবু লাহাবের মতো অবাধ্য হয়, আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা সামান্যতম হ্রাস পাবে না। পক্ষান্তরে সকল মানুষ যদি নবিগণ ও ফেরেশতাদের মতো অনুগত হয়ে যায়, তাহলেও আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা সামান্যতম বৃদ্ধি পাবে না। সুবহানাল্লাহ!

*সুনানে তিরমিজি*তে বর্ণিত এক হাদিসে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন— নিষিদ্ধ কাজগুলো পরিহার করো, তুমি (আল্লাহর) সর্বশ্রেষ্ঠ গোলাম হবে। আল্লাহ যা তোমার জন্য বন্টন করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকো, তুমি সবচেয়ে ধনী হবে। তোমার প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো, তুমি ঈমানদার হবে।

নিজের জন্য তুমি যা ভালবাস, তা অন্যদের জন্য ভালবাস, তুমি মুসলিম হবে। আর বেশি হেসো না, কারণ হাসির আধিক্য হৃদয়ের মৃত্যু ঘটায়। (*সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ২৩০৫)

বলাবাহুল্য, এ হাদিসটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাদিসটির প্রতিটি অংশ হৃদয়ঙ্গম করে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জীবনে বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

হাদিসটির প্রথমাংশ তথা 'নিষিদ্ধ কাজগুলো পরিহার করো, তুমি (আল্লাহর) সর্বশ্রেষ্ঠ গোলাম হবে', অংশটিই এখানে আমার প্রতিপাদ্য। এই নববি নির্দেশনা দ্বারা বোঝা গেল, আমাদের নিজেদের কল্যাণার্থে আল্লাহর যে গোলামি আমাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত করে যেতে হবে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ গোলামি করা আমাদের তখন সম্পন্ন হবে, যখন আমরা শরিয়তে নিষিদ্ধ কাজগুলো পরিহার করব। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কাজগুলো যতবেশি পরিহার করবে, সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার ততো শ্রেষ্ঠ গোলাম হবে। শরিয়তে নিষিদ্ধ কাজগুলো হল- কুফর, শিরক, বিদআত, কবিরা-গুনাহ, সগিরা-গুনাহ ইত্যাদি।

আলোচ্য পুস্তিকাটি এ বিষয়ের সুসংক্ষিপ্ত ও সুসমৃদ্ধ একটি পুস্তিকা। আমাদের মাহাদের (মাহাদুশ শায়খ ফুআদ লিদ্দিরাসাতিল ইসলামিয়া ঢাকা-এর) 'আকিদা ও তাওহিদ বিভাগে' উর্দু রিসালাটি ছাত্রদেরকে আমার পড়ানো হয়েছে। ওদিকে বিগত ২১ জুমাদাল আখেরা থেকে ৭ রজব পর্যন্ত (১৪৪৬হি)[১] আল্লাহ তায়ালা নিজ মেহেরবানিতে আমাকে উমরার সফরে রেখেছিলেন। মহানুভব করুণাময় এর আগেও বেশ কয়েকবার তাঁর ঘরের মুসাফির হওয়ার তাওফিক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। বিগত সফরগুলোর একটি অভিজ্ঞতা ছিল, হোটেলে থাকার সময়গুলো যথেষ্ট বেকার অতিবাহিত হয়। সে হিসেবে এ সফরের একটি পরিকল্পনা ছিল, মক্কা-মদিনায় বিশেষ করে হোটেলে থাকার

---

১. ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ৮ জানুয়ারি ২০২৫ ইসায়ি পর্যন্ত।

সময়গুলোতে এ পুস্তিকাটির অনুবাদ করব।[১] প্রয়োজনীয় শব্দার্থগুলো পৃথকভাবে নোট করে প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিলাম। আহলিয়া সঙ্গে ছিলেন। তাঁর সদিচ্ছা আমাকে শক্তি যুগিয়েছে। আল্লাহর শোকর, আল্লাহ তাওফিক দান করেছেন।

এভাবে একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কাজ, সফরের খণ্ড সময়গুলোতে হয়ে গিয়েছিল। অবশিষ্ট কাজ দেশে এসে সম্পন্ন হয়েছে। সকল কৃতিত্ব ও প্রশংসা আল্লাহর। 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তাওফিক দাও, যেন শোকর আদায় করি সেই নেয়ামতের, যা তুমি আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে দান করেছ।' (সুরা আন-নামল, আয়াত নং ১৯) আমিন!

'কথায় আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সত্যবাদী?' (সুরা আন-নিসা, আয়াত নং ১২২) কেউ না। আল্লাহই অধিক সত্যবাদী। এটা মুসলমানদের অন্ধ আবেগের কথা নয়। পবিত্র কুরআন মুজেজা হওয়ার দিকসমূহ জানলে এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণ মুজেজাসমূহ অবগত হলে, যে কারো সামনে দিবালোকের ন্যায় প্রতীয়মান হবে যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল যে বিষয়ে যা বলেছেন, সে বিষয়ে সেটাই বাস্তব। যাইহোক, আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ বাণী হল, 'তোমাদেরকে তোমাদের (কর্মের) প্রতিদান কিয়ামতের দিন পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে। তখন যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফলকাম হবে। পার্থিব জীবন প্রতারিত হওয়ার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়। (সুরা আলে-ইমরান, আয়াত নং ১৮৫)

---

১. স্মর্তব্য, 'যে কর্মের উপকারিতা ব্যক্তি একা লাভ করে, তার চেয়ে সেসব কর্ম উত্তম, যার উপকারিতা ব্যাপক ও সামষ্টিক হয়ে থাকে।' তাই আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে ব্যাপক ও সামষ্টিক উপকারিতার কাজ করার যোগ্যতা দিয়েছেন, বিশেষ করে তাদের জন্য বিষয়টি সবিস্তারে জানা ও বুঝা প্রয়োজন। এর জন্য সংশ্লিষ্টগণ ডক্টর সালিহ আল-মুনাজ্জিদ (হাফিজাহুল্লাহ) রচিত أُتْرُكْ أَثَرًا قَبْلَ الرَّحِيْلِ বা এর বঙ্গানুবাদ *মৃত্যুর পূর্বে চিহ্ন রেখে যাও* পুস্তিকাটি অবশ্যই দেখুন। প্রকাশক : চেতনা। বাংলাবাজার, ঢাকা।

বস্তুত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনটি বলেছেন—বুদ্ধিমান হল ওই ব্যক্তি, 'যে নিজের হিসাব নেয় এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে। আর অক্ষম হল ওই ব্যক্তি, যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং শুধু আল্লাহর কাছ থেকে আশা প্রত্যাশা করে।' (*সুনানে তিরমিজি,* হাদিস নং ২৪৫৯, *সুনানে ইবনে মাজাহ,* হাদিস নং ৪২৬০, *মুসনাদে আহমদ,* হাদিস নং ১৭১৬৪) বিশ্বাস করুন, কেবল মৃত্যুর সময় একজন কাফেরের যে পরিমাণ কষ্ট হয়, মৃত্যুর ফেরেশতা কাফেরকে যে পরিমাণ কষ্ট দিয়ে তার আত্মা হরণ করেন, তার সামনে সমগ্র পৃথিবীর সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ স্তরের সম্মিলিত রিমান্ডের কষ্ট কিছুই না। তদ্রূপ পৃথিবীর সকল ক্ষমতাধর ও ধনী লোকদের সম্মিলিত বিলাসিতা, শুধু মৃত্যুর সময় আল্লাহর নেকবান্দার যে আরাম হয়, তার সামনে উল্লেখযোগ্যই না।[১]

তাই চলুন, আমরা যেন আখেরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি, এই নিয়তে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে আলোচ্য পুস্তিকাটি পাঠ করি। কয়েকবার দুরুদ শরিফ পাঠ করে ও ইসতিগফার করে পুস্তিকাটি পড়ি। প্রতিটি গুনাহের কথা পড়ার পর পরবর্তীটি পড়ার আগে তওবা করে নিই।

বস্তুত তওবা করার জন্য সর্বপ্রথম জরুরি বিষয় হল অন্তরে এ অনুভূতি জাগ্রত থাকা যে, আমার দ্বারা গুনাহ হয়েছে, বা গুনাহ হচ্ছে, কিংবা আমি গুনাহের ঝুঁকির মধ্যে আছি। মুসলমান হওয়ার দাবিদার অসংখ্য মানুষের মুখে প্রতিদিন যে সকল কুফরি উক্তি উচ্চারিত হয়, ঈমান ও বিবাহ নবায়ন করার জন্য যেগুলো থেকে তওবা করার কোনো বিকল্প নেই, তার সবিস্তারে বিবরণ এবং কবিরা ও সগিরা-গুনাহসমূহের বিস্তারিত তালিকা এ পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

---

১. বাংলাভাষায় জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ বিষয়ে পাঠ করুন উদাহরণস্বরূপ *জান্নাতের সৌন্দর্য* ও *জাহান্নামের ভয়াবহতা* বইটি। লেখক : শাইখ ড. উমার সুলাঈমান আল-আশকার। প্রকাশক : সমকালীন প্রকাশন। বাংলাবাজার। ঢাকা।

তাই পুস্তিকায় উল্লিখিত কুফরসমূহের বিবরণ ও গুনাহসমূহের তালিকার প্রতি আমাদের দৃষ্টি থাকা জরুরি। অন্যথায় আল্লাহর তাওফিকে যে সকল ভাগ্যবান মানুষের মধ্যে আল্লাহর সামনে আন্তরিকভাবে কান্নাকাটি ও তওবা করার পেরেশানি আছে, অসংখ্য কুফরি ও গুনাহ থেকে তাঁদেরও তওবা না করার আশঙ্কা আছে।

অবস্থা কতো ভয়াবহ দেখুন—১. 'একজন ব্যক্তি মুখে কুফরি কথা বলেছে। তার জানা ছিল না যে, এটি কুফরি কথা। কিন্তু সে কথাটা ইচ্ছাকৃত বলেছে। তাহলে সকল আলেমের মতে সে কাফের হয়ে যাবে। অজ্ঞতা ওজর গণ্য হবে না।...' (১৯৯নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) ২. 'যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কুফরি কথা মুখে উচ্চারণ করে, তাহলে তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকলেও সে কাফের হয়ে যাবে এবং আল্লাহর নিকট সে ঈমানদার থাকবে না' (২১৪নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) কিন্তু এ অবস্থায়ও যে ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়, তা আমাদের ক'জন জানি?

বস্তুত পুস্তিকাটিতে উল্লিখিত ঈমান ও বিবাহ ভঙ্গকারী উক্তিসমূহের তালিকাগুলো পাঠ করলে আমরা হতবাক হয়ে যাব। কারণ, ঈমান ও বিবাহ ভঙ্গকারী কত অসংখ্য উক্তি প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের অনেকের মুখে উচ্চারিত হয়! অথচ আমরা এ সুধারণায় রয়েছি যে, আমরা মুসলমান এবং আমাদের বিবাহ অটুট আছে।

এবার পুস্তিকাটিতে বর্ণিত দুটি কবিরা-গুনাহের উদাহরণ দেখুন—১. মেহমান যদি পেট ভরার পর মেজবানকে না জানিয়ে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাবার গ্রহণ করে, তাহলে এটিও একটি 'কবিরা-গুনাহ'। কিন্তু এটি যে গুনাহ, তা-ও আবার 'কবিরা-গুনাহ', তা আমাদের ক'জন জানি? ২. অনুরূপভাবে জনসম্মুখে নেককারদের বেশভূষা প্রকাশ করা এবং নির্জনে হারাম কাজকর্ম করাও একটি কবিরা-গুনাহ, নির্জনে-কৃত কর্মটি 'সগিরা-গুনাহ' হলেও।

স্মরণ করুন, নবিগণ নিষ্পাপ ছিলেন। তা সত্ত্বেও আমাদের প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট প্রতিদিন ১০০ বার

ইসতিগফার তথা ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন। নবিজিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا (আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?) এটা হল কৃতজ্ঞতা। আর আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন— 'এবং সেই সময়টা স্মরণ কর, যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি কঠোর।' (সুরা ইবরাহিম, আয়াত নং ৭)

আমার অভিজ্ঞতানির্ভর পরামর্শ হল, এ পুস্তিকা এক-দুবার পাঠ করে নেওয়া যথেষ্ট নয়। জীবনে প্রথম সুযোগে দ্রুত কমপক্ষে পুরোটা একবার পড়ে নিতে হবে। নিজের এবং অন্যদের ঈমান ও নেক আমল নিরাপদ রাখার জন্য তারপর সারাজীবনই বিভিন্ন সময় দেখতে হবে। একে মসজিদে ও ঘরে সম্মিলিত তালিমের কিতাব বানাতে হবে। আল্লাহ তায়ালা সহজ করুন। আমিন!

মেহেরবান আল্লাহ এ পুস্তিকাটিসহ অনুবাদকের সবগুলো কাজ সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন। অনুবাদককে এবং যারা 'আমিন' বলবে তাদেরকে, ওই সকল ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করে হাশরের মাঠে উঠান, যাদেরকে তিনি সত্যিকার তাকওয়া ও খাঁটি তওবার উপর অটল অবিচল রেখে দুনিয়াতে মৃত্যু দান করেছেন। আমিন!

সবশেষে আমার একটি কোমল নিবেদন হল, যথাযথ আমল করার জন্য পুস্তিকাটির অনেক বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবিদার। সুযোগ্য আলেমদের নির্দেশনা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কিতাবপত্র থেকে সে সকল ব্যাখ্যা ও বিবরণ আমাদের জানতে থাকতে হবে। তা সত্ত্বেও একজন মুসলমানের পরিপূর্ণ দীনি জীবনযাপনের নির্দেশনা পাওয়ার জন্য, আমার মনে হয়েছে, এটি প্রাথমিক স্তরের একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুসংহত পুস্তিকা। আকিদা (বিশ্বাস), ইবাদত (উপাসনা), মুআমালা (লেনদেন), মুআশারা (আচার-আচরণ) ও আখলাক (চরিত্র)— মোটকথা দীনি-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সম্ভাব্য সকল বিচ্যুতি থেকে একজন মুসলমানের নিরাপদ থাকার জন্য, এটি একটি চমৎকার সহায়ক পুস্তিকা।

তাই রিসালাটির সন্ধান লাভের পর আমার মনে প্রবলভাবে এ প্রেরণা জাগ্রত হয়েছিল যে, আল্লাহর তাওফিকে আমি এটি সময় নিয়ে শান্তভাবে বঙ্গানুবাদ করব। এরপর কয়েকজন বিজ্ঞ ব্যক্তির মাধ্যমে অনুবাদটি নিরীক্ষণ করাব। তারপর প্রকাশ করে নিজের এবং মানুষজনের আখেরাতের জীবনকে নিরাপদ বানানোর জন্য একে মূলভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করব। সর্বোপরি নিজেদের ও সংশ্লিষ্টদের পরকালের ব্যাপারে যারা উদ্বিগ্ন ও পেরেশান, সে সকল ভাগ্যবানদের সামনে তা রেখে যাব। যেন এটি হয় চির-বিদায়ের পূর্বে রেখে যাওয়া একটি বিশেষ 'চিহ্ন'।

আশা করি, পুস্তিকাটি মাদরাসাগুলোতে 'হিদায়াতুন নাহ্‌ব' জামাতে নিসাবভুক্ত করে নেওয়া উপযোগী হবে। উস্তাদগণ প্রথমে শিক্ষার্থীদেরকে বিষয়টির সঙ্গে সাধারণ সম্পর্ক করিয়ে দেবেন। তারপর তাঁদের তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরা বিস্তারিত পাঠ করবে এবং পরীক্ষা দেবে। আল্লাহ তাওফিকদাতা।

মহান আল্লাহ তায়ালা যখন নিজ দয়া ও অনুগ্রহে এ পর্যন্ত পৌঁছানোর তাওফিকই দিয়েছেন, তখন মহানুভব রবের নিকট সকাতর নিবেদন হল, তিনি যেন একে আপন মেহেরবানিতে শুধু তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কবুল করেন এবং সংরক্ষণ করেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন!

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমার সন্তানদের আমি বলে রেখেছি, *শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ* ও *লেখাপড়ার আদর্শ পদ্ধতি* শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থটি এবং এ পুস্তিকাটি, আমার মৃত্যুর পর 'আল্লাহর জন্য ওয়াকফ' হিসাবে থাকবে। আমার উত্তরসূরিরা এ দুটির মুতাওয়াল্লি থাকবে। এগুলো থেকে প্রাপ্ত অর্থ সাদাকায়ে জারিয়ার বিভিন্ন খাতে আমার জন্য ব্যয় করবে। মহানুভব মালিক সবগুলো কাজ একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের দুনিয়া-আখেরাতের নাজাতের উসিলা বানান। আমিন!

বিনীত

**সফিউল্লাহ ফুআদ (আফাল্লাহু আনহু)**
পূর্ব ভূঁইয়াপাড়া, গল্লাই, চান্দিনা, কুমিল্লা।
১৬. ৯. ১৪৪৬হি. মোতাবেক ১৭. ৩. ২০২৫ই.
সোমবার

- ঈমান সবার আগে
- ইসলাম ও ঈমান
- ঈমানের হাকিকত
- ঈমানের পূর্ণাঙ্গ রূপ
- সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
- ঈমান ও ইসলামের পারস্পরিক আবশ্যকতা
- কুফরের সংজ্ঞা ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান
- শিরকের সংজ্ঞা এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান
- শিরকের কয়েকটি প্রকার
- মুরতাদের সংজ্ঞা ও হুকুম
- জিন্দিকের সংজ্ঞা ও হুকুম
- মুরতাদ বিষয়ক ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ ও তার হুকুম-

# ঈমান সবার আগে[১]

আখেরাতে মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হবে—

ক. কিছু মানুষ চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে।

খ. কিছু মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহান্নামে যাবে।

গ. বাকিরা সরাসরি জান্নাতে যাবে। কেউ জান্নাতের উচ্চস্তরে যাবে, কেউবা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে।

‘আগে মূলধন রক্ষা, পরে লাভ করার চেষ্টা’—এই মূলনীতির আলোকে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে সর্বপ্রথম আমাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হওয়ার কারণসমূহ পরিহার করতে হবে; তারপর সামান্য সময়ের জন্যও জাহান্নামে যাওয়ার কারণসমূহ থেকে দূরে থাকতে হবে; এরপর জান্নাতের উচ্চতর স্তরে যাওয়ার আমল করতে হবে।

**ক. চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে বাঁচার আমল :**

স্থায়ীভাবে জাহান্নামি হওয়া থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই ঈমান আনতে হবে এবং মৃত্যুবরণ করার সময় ঈমানদার থাকতে হবে। ঈমানের সারকথা হল—

---

১. আলোচ্য লেখাটি অনুবাদকের পক্ষ থেকে সংযুক্তি; মূল উর্দু পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত নয়।

১. প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে সকল সংবাদ দিয়েছেন, তা আকিদা, ইবাদত, বিবাহ-শাদী, লেনদেন, দণ্ডবিধি, রাষ্ট্র-পরিচালনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও নৈতিকতা, মোটকথা জীবনের যে বিষয় সংশ্লিষ্টই হোক, সকল সংবাদের ক্ষেত্রে তাঁকে সত্যবাদী বিশ্বাস করা।

২. 'ইসলামের আনুগত্যকে নিজের উপর আবশ্যক করে নেওয়া'র মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়া।

৩. ইমানের সাথে সাংঘর্ষিক সকল তন্ত্র-মন্ত্র (যেমন গণতন্ত্র, প্রচলিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সমাজতন্ত্র) এবং তাগুত ব্যক্তি ও দল থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা। ('ফয়যুল বারি' ১ : ১২২ ও ১২৬) তাছাড়া আমাদেরকে জানতে হবে—

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মর্ম কী? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মূলত ৪টি জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করে- ১. সকল বাতিল ইলাহ। ২. সকল তাগুত। ৩. যাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে রাখা হয়েছে। (যেমন জাতীয়তাবাদ।) ৪. আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে মানুষ রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। (যেমন বৈধ-অবৈধ নির্ধারণকারী সাংসদরা।) পক্ষান্তরে এ কালিমা ৪টি জিনিসকে সাব্যস্ত করে- ১. কাঙ্ক্ষিত সত্তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। ২. সর্বোচ্চ ভালবাসার পাত্র একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। ৩. ভয় পাওয়ার যোগ্য সত্তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। ৪. যার সাথে আশা-আকাঙ্ক্ষা যুক্ত রাখা যায়, এমন সত্তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এগুলোর ব্যাখ্যা কী? তাগুত কারা, যাদেরকে প্রত্যাখ্যান না করলে ঈমান সাব্যস্ত হয় না?[১] কীভাবে তাগুত প্রত্যাখ্যান করতে হয়?

কাউকে রাসুল মানার অর্থ ও তার অনিবার্য দাবিসমূহ কী কী? অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় আইন ও বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে কেউ যদি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবর্তিত শিক্ষা ও

---

১. ৩০৯ নং পৃষ্ঠায় তাগুতের সংজ্ঞা দ্রষ্টব্য।

আইনকানুনের তুলনায়, অন্য কোনো বুদ্ধিজীবি ও দার্শনিক, যেমন এরিস্টোটল, প্লেটো, মাওসেতুং, কার্লমার্কস, লেলিন, স্টেলিন, আব্রাহাম লিঙ্কন প্রমুখের থিওরি ও মতবাদকে উত্তম মনে করে, সেগুলো প্রচার-প্রসার করে, সেগুলো দিয়ে দেশ ও সমাজকে পরিচালিত করতে চায়, এসব কিছু করেও সে কি মুসলমান থাকে?[১] এ বিষয়গুলোও আমাদের জানা আবশ্যক।

**কালিমার শর্তাবলি :** প্রসিদ্ধ তাবেয়ি ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ (৩৪-১১০হি.)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি জান্নাতের চাবি নয়?' তিনি বললেন, 'অবশ্যই। তবে প্রত্যেক চাবিরই কিছু দাঁত থাকে। তুমি যদি দাঁতবিশিষ্ট চাবি নিয়ে আস, তোমার জন্য দরজা খোলা হবে। অন্যথায় খোলা হবে না।' (*সহিহ বুখারি,* কিতাবুল জানায়িয) 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' নামক চাবির দাঁত হল তার শর্তসমূহ। তো কালিমা জান্নাতের চাবি হওয়ার শর্তগুলো কী কী? সেগুলো প্রত্যেকের জানতে হবে এবং পূরণ করতে হবে। কালিমার আলোচ্য শর্তগুলো সবিস্তারে জানার জন্য, *কালিমায়ে তাইয়েবা : বিশ্লেষণ* ও *ঈমান ভঙ্গের কারণ* বইয়ের ৪৫-৬১ পৃষ্ঠাগুলো দ্রষ্টব্য।[২]

**ঈমান ভঙ্গের কারণ :** যেভাবে কোন কোন কাজ করলে নামাজ ভেঙ্গে যায়, পুনরায় নতুনভাবে নামাজ আদায় করতে হয়; সেভাবে কী কী কাজ করলে ঈমান ভেঙ্গে যায়, পুনরায় নতুনভাবে ঈমান আনতে হয়, তা-ও আমাদের জানতে হবে। যাতে আমরা ইসলাম গ্রহণ করার পর আমাদের অজ্ঞাতেই কাফির-মুরতাদে পরিণত না হই। আল্লাহর পানাহ! 'ঈমান ভঙ্গের কারণ' জানার জন্য এ বইয়ের ১১৯-১২৫ নং পৃষ্ঠা এবং *কালিমায়ে তাইয়েবা : বিশ্লেষণ* ও *ঈমান ভঙ্গের কারণ* বইয়ের ১৩১-১৪৫ পৃষ্ঠাগুলো দ্রষ্টব্য।

---

১. ১২১নং পৃষ্ঠায় মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর উক্তি দ্রষ্টব্য।

২. প্রকাশক 'সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড'।

তাছাড়া যে বিষয়গুলো মুরতাদ হয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধক নয়, কিন্তু মুরতাদ ও তাদের সহযোগীরাও সেগুলোকে ওজর মনে করে, সেগুলো কী কী? এমন **১১**টি বিষয় দলিল-প্রমাণসহ সবিস্তারে জানার জন্য *ইসলামি আকিদার ব্যাখ্যা* বইয়ের ২৪১-২৫২ পৃষ্ঠাগুলো অবশ্যই দেখুন।[১]

এ ধরনের যেসব জ্ঞানের উপর আমাদের ঈমান থাকা না থাকা নির্ভর করে, সেগুলো হল ইসলামের মৌলিক জ্ঞান। এ বিষয়গুলো আমাদেরকে প্রথমেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ও সময় দিয়ে অধ্যয়ন করা জরুরি। কোনো আলেম যদি এ সকল বিষয়ের আলোচনা এড়িয়ে চলেন, তাহলে তিনি হক্কানি আলেম হতে পারেন না। তিনি জরুরি বিষয়গুলো না জানিয়ে সংশ্লিষ্টদেরকে বিপদ-সীমায় ফেলে রাখছেন।

**খ. নির্দিষ্ট সময়ের জন্যও জাহান্নাম থেকে বাঁচার আমল :**

সাময়িক সময়ের জন্যও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে, উল্লিখিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন করার পর আমাদেরকে :

১. অন্যান্য সকল হারাম ও গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে। যেমন, সুদের আদান-প্রদান, সুদের লেখক হওয়া বা সাক্ষী হওয়া ইত্যাদি। এ রকম গুনাহগুলো কী কী? বাস্তবে কীভাবে মানুষ এসব গোনাহে লিপ্ত হচ্ছে, তা আমাদের জানতে হবে। যেমন : সুদের ক্ষেত্রে

---

১. প্রকাশক 'ইসলামিয়া কুতুবখানা'। উল্লেখ্য, *ঈমান-কুফর ও তাকফির* (সিয়ান পাবলিকেশন) বইয়ের পরিশিষ্ট পর্বে, আধুনিক ইরতিদাদের বিভিন্ন চিত্র ফুটে উঠেছে। অধুনা কিছু কুফরি ষড়যন্ত্রের স্পষ্ট বিবরণ সম্বলিত আলোচনাও সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই ইরতিদাদের দিকে গড্ডালিকাপ্রবাহের মতো ছুটে চলা উম্মাহকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার পর্যাপ্ত নির্দেশনা লাভের জন্য, উল্লিখিত বইটির পরিশিষ্ট পর্বটি অবশ্যই পাঠ করুন।

সুদভিত্তিক লোন নেওয়া, লোন দেওয়া, ফিক্সড ডিপোজিট রাখা, ব্যাংকে চাকুরী করা ইত্যাদি বিষয়সমূহ।[১]

২. সকল ফরজ-ওয়াজিবসমূহ পালন করতে হবে। তাই কী কী কাজ একজন মুসলমানের উপর ব্যক্তিগতভাবে ফরজ, কী কী কাজ সমষ্টিগতভাবে ফরজ, তা জানতে হবে। যেমন : ইলম অর্জন, নামাজ প্রতিষ্ঠা, জাকাত প্রদান, সিয়াম-সাধনা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ, পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন ফরজ দায়িত্ব ইত্যাদি পালন করা।

---

১. **প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং :** জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়্যাহ বিন্নুরি টাউন' থেকে প্রকাশিত *প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং* (প্রকাশনায় : চেতনা প্রকাশন), মোহাইমিন পাটোয়ারী রচিত *ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার শুভংকরের ফাঁকি* (প্রকাশনায় : ঐতিহ্য) এবং মুহাম্মাদ যাহিদ সিদ্দিক মুঘল রচিত *ইসলামী ব্যাংক : ভুল প্রশ্নের ভুল উত্তর* (প্রকাশনায় : ইলম হাউজ) প্রভৃতি বইয়ে, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে যে, ব্যাংককে কখনোই ইসলামি বানানো সম্ভব নয় এবং ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে শরিয়তের উদ্দেশ্য অর্জন করা অসম্ভব। প্রাত্যহিক জীবনের হালাল-হারামের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিশেষ করে ইফতা বিভাগের উস্তাদ-ছাত্রদের জন্য এ বইগুলো বিশেষভাবে অধ্যয়নযোগ্য। প্রথম ও তৃতীয় বইদুটির একটি অংশে, মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর ইসলামি ব্যাংকিং ও অর্থনীতির অবস্থানের খণ্ডন রয়েছে।

মুফতি আবদুস সালাম চাটগামি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'মনে রাখতে হবে, মুফতি তাকি উসমানি দামাত বারাকাতুহুম একজন বিশ্বমানের গবেষক। তবে সবক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত গবেষণা সারাবিশ্বের একমাত্র ফতোয়া নয়। এদেশে তাঁকে একজন ইমামের মর্যাদা দিয়ে অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর মতকেই ইসলামের একমাত্র মত ও ফতোয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়; এই ব্যাপারটা আমাকে খুবই অবাক করে।' (*আত্মজীবনী*, পৃষ্ঠা : ১৭৪, মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, প্রকাশকাল ২০২২ ই.)

**গ. জান্নাতের উচ্চতর স্তরে যাওয়ার আমল :**

জান্নাতের উচ্চতর স্তরে যাওয়ার জন্য উল্লিখিত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করার পর আমাদেরকে নফল ইবাদাতসমূহ, যেমন : কুরআন তেলাওয়াত, জিকির, নফল রোজা, নফল নামাজ, নফল দান-সাদাকা, নফল উমরা ইত্যাদির প্রতি অনেক বেশি মনোযোগী হতে হবে।

বাস্তবে দেখা যায়, আমরা অনেকেই 'চিরস্থায়ী জাহান্নামি হওয়া' থেকে বাঁচার ইলম অর্জন না করে, 'সাময়িক সময়ের জন্যও জাহান্নামে না যাওয়া' এবং 'জান্নাতের উচ্চতর স্তরে যাওয়া'র প্রয়োজনীয় ইলম নিয়ে মহাব্যস্ত থাকি। পুরো বিষয়টি মূলত সাধারণ মুসলমানদের উদাসীনতা আর কারো কারো পদ-পদবী হারানোর ভয়, এবং কতিপয় লোকের সত্য গোপন করা ও দুনিয়ার সম্পদের লোভ ছাড়া আর কিছু নয়!

তাই আসুন, আমরা সর্বপ্রথম চিরস্থায়ী জাহান্নামি হওয়ার কারণসমূহ পরিহার করি। এর জন্য বিশেষ করে আলোচ্য *কীভাবে হব আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ গোলাম* পুস্তিকাটির তৃতীয় অধ্যায়টি পাঠ করি, এবং তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে বর্ণিত তওবা করার পদ্ধতি অনুসারে আল্লাহ তায়ালার দরবারে খাঁটি তওবা করি।

তারপর সামান্য সময়ের জন্য জাহান্নামে যাওয়ার কারণসমূহ থেকেও দূরে থাকি। এর জন্য পুস্তিকাটির তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত বিদআত, কবিরা-গুনাহ ও সগিরা-গুনাহের তালিকাটি পাঠ করি। এবং প্রত্যেকটি গুনাহের বিবরণ পড়ার পর পরবর্তী গুনাহের বিবরণটি পড়ার আগে, চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত নিয়মে তওবা করি।

এরপর জান্নাতের উচ্চতর স্তর লাভ করার জন্য অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত, কুরআন হিফজ, সকাল-বিকালের জিকির, নামাজের পরবর্তী আমলসমূহ, ইশরাক-ছাশত-আওয়াবিন-তাহাজ্জুদ